কেমন আছে বাংলাদেশ?

আশীষ বাবলু

Win or lose, We go shopping after the election.
- Imelda Marcos

দেশের অবস্থা ভালনা।
তরুণ ভাই বললেন, দেশের অবস্থা ভাল। এতদিনে একটা রাজাকারকে ফাঁসিতে ঝুলনো হয়েছে। ৪২ বছর ধরে জাতি যে দায় বহন করছিল তার একটু হলেও দায়মুক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ মাইনাস বাংলাদেশ আর যাই হোক বাংলাদেশ নয়।
জর্জ বললো, ভোট দিতে না গিয়ে বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে এই হাসিনা সরকারের প্রতি তাদের কোন আস্থা নাই। জিত হয়েছে বাংলার জনগণের, আওয়ামী লিগের নয়।
গামা ভাই বললেন, শেখ হাসিনার এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না, সে চলে গেলে এই রাজাকার আলবদর গুলোর কোনদিন বিচার হবেনা ।
মার্টিন বললো, বড় সমস্যার মধ্যে রয়েছে ঢাকার নাট্যকর্মীরা, এই হরতাল বোমাবাজিতে নাটক করবেই কারা আর দেখবেই কারা!
মোস্তাফা ভাইয়ের তো মহা সমস্যা, সিনেমার গল্প রেডি, স্ক্রিপ্ট, পাত্রপাত্রী, লোকেশন সব রেডি, কিন্তু শুটিং শুরু করতে পারছেন না। তিনি বললেন, নায়িকা ঘরে খিল দিয়েছে, গুলশান থেকে কোথায়ও নড়বেন না।
দেশে ফোন করলাম, ব্যবসায়ী বন্ধু লিয়াকতকে জিজ্ঞেস করলাম দেশের অবস্থা কেমন ? বললো ঠিকই আছে। অপিসে যাওয়া নেই, কাজের চাপ নেই, বন্ধুবান্ধবদের সাথে চুটিয়ে তাস খেলছি আর ভুনা গোস্ত আর খিচুরি খাচ্ছি। সমস্যার মধ্যে ব্লাড প্রেশারটা একটু হাইয়ের দিকে।
আমাদের গাজীপুরের সবজী বিক্রেতা মোহম্মদের দিকে তাকিয়ে কারো জিজ্ঞেস করার সাহস হবেনা দেশের অবস্থা কেমন ? তার শরীর অর্ধেক পুড়ে গেছে। সে অচেতন হয়ে শুয়ে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে। পাশে তার স্ত্রী দুটো হাড়জিরজিরে বাচ্চা নিয়ে করুন মুখে বসে আছে। কিভাবে দগ্ধ হলো সে ? মোহম্মদ সামান্য সবজী নিয়ে বসেছিল বাজারে, কোথা থেকে একটা পেট্রল বোমা পড়লো তার মাথায়।
ঐ যে দুটো ছেলে কাওরান বাজারের মোড়ে গুলি খেয়ে কাতরাচ্ছে, ওরা কার ছেলে ? ওরা কারো ছেলে নয়, ওরা হচ্ছে বাংলাদেশের সস্তা ওয়ার্কারস্।
গত ২০১৩ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মারা গেছে নিরীহ ২৭৫ জন মানুষ। আহত বা যারা পঙ্গু হয়ে পরে আছেন তাদের কোনো পরিসংখ্যান খবরের কাগজে ছাপা হয়নি।
ভোটের দিন কেমন কাটলো ?
দেশের মানুষ ভোটকেন্দ্রে না গিয়েও ভোট দেখেছে টেলিভিশনে। ছয় বছরের তিন্নি হোম-ওয়ার্ক ফেলে গুনছিল কতগুলো ভোট কেন্দ্রে আগুন লাগানো হয়েছে। ২১টা গোনার পর ছোট্ট তিন্নি সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোটের দিন সকালে দুই তিনটা জরুরি টেলিফোন করেছেন, দুপুরটা একদম ফ্রি রেখেছিলেন। ছেলে এবং ছেলের বউ (জাতির নাতবউ) কে নিজের হাতে ইলিশ মাছের ভর্তা ও কাঁঠাল

বিচি দিয়ে খাসীর মাংস রান্না করে খায়িয়েছেন। ছেলেটা বিদেশে থেকে থেকে মায়ের হাতের রান্না ভুলে গেছে !

বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াও দুপুরটা ফ্রি রেখেছেন । খাওয়া-দাওয়া তেমন কিছু করেননি। আপেল, আঙ্গুর বেদানা দিয়ে এক বাটি আইসক্রিম খেয়েছেন। দুপুরে টানা তিন ঘণ্টা বিউটি স্লিপ!

ভোটের দিন ২৭ জন লোকের প্রাণ গিয়েছে।

অন্যের পাকা ধানে মই দিয়ে দেখুন, মনটা আনন্দে ভরে যাবে। আপনি যদি ভেবে থাকেন দেশে গিয়ে নেতা নেত্রীদের পাকা ধানে মই দেবেন সেটা সম্ভব হবেনা। এনারা কখনো পাকা ধান বাইরে ফেলে রাখেন না।

মুকুল বললো, এবার দেশে গিয়ে প্রায় গৃহবন্দী ছিলাম, গুলশান ক্লাবে গিয়েছিলাম কয়েকবার। একসাথে অনেক ১০০কোটিপতি দেখলাম। (বর্তমান বাংলাদেশে শুধু কোটিপতি কথাটা এখন লাখপতির মত হাসির ব্যাপার)। কী তাদের ড্রেস-পত্র, কী তাদের খাওয়া দাওয়া, সপ্তাহে সপ্তাহে স্ত্রী বদলায়। (পরে জেনেছি এরা ওনাদের স্ত্রী নয়)। মার্সেডিস থেকে নামার আগে তাদের বডি-গার্ডরা নামে।

পারভেজ ভাই বললেন, এই প্রথম দেশে গিয়ে মনে হলো এদেশটা আমার নয়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় ভয় করে।

৭১ এ দেশ স্বাধীন হলো। তারপর ১৯খানা ব্যর্থ সামরিক কু। ২খানা সার্থক সামরিক কু। দুই জন প্রেসিডেন্ট হত্যা। প্রেসিডেন্ট জিয়ার হ্যাঁ, না নির্বাচন। ১৯৯৬ সালে হায় হায় নির্বাচন। এরশাদের বাহানার নির্বাচন। ২০১৪ সালে এবার যুক্ত হলো হাসিনার ডিজিটাল নির্বাচন। গত ৪২ বছরে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এইতো চেহারা।

পাত্রদা বললেন, নেতা-নেত্রীরা মাইকে, টিভি-রেডিওতে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ বলে বলে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলছেন। দেশের দিকে তাকালে বোঝা যায় কয়টা লোক দেশকে ভালবাসেন।

এমদাদ ভাই এই কথাতে যোগ করলেন, খুব অল্প সময়ে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, ভিয়েতনামের মত ৩০ বছর (ফ্রান্সের সাথে ১১বছর (১৯৪৬-১৯৫৭), আমেরিকার সাথে (১৯৫৭-১৯৭৫)১৮বছর) যুদ্ধ করলে তবে মানুষ বুঝত দেশপ্রেম বস্তুটা কী।

দেশে এখন দগ্ধ হচ্ছে বাস ভর্তি মানুষ, ট্রাক ভর্তি গরু, মরছে রিকশাওয়ালা, ট্রাক চালক, পথচারী, কৃষক, বেবি চালক, সব্জী বিক্রেতা। আগুনে জ্বলছে ঘরবাড়ী, দোকানপাট, স্কুল।

জিয়া ভাই দেশে যাবেন সপরিবারে। আত্মীয়র বিয়ে। টিকিট কেটেছেন ৬মাস আগে। এখন যাবো কি যাবনা ভেবে ভেবে হায় ! মাথার যে কয়টা চুল আছে তা ছিঁড়ছেন !

বড় ফাপরের মধ্যে পড়েছে দেশ। দুই নেত্রীর একদম বনিবনা নেই। কে প্রথম কথা বলবেন? কে প্রথম চেয়ে দেখবেন? কিছুতেই পায়না ভেবে, কে প্রথম হাত মেলাবেন? তিনি না উনি?

দুই নেত্রীকেই বলি, ঐ ইগো ধরে রাখলে আর যাই হোক পৃথিবীতে কিছু জয় করা সম্ভব হবেনা। অলিম্পিক মেডেল বিজয়ীকেও মাথা নামিয়ে মেডেল গ্রহণ করতে হয়। গোঁয়ার্তুমিতে একটু ছাড় দিন, দেশের মঙ্গল হবে।

এখন হাসিনার সামনে বড় শক্ত সময়। এই উদ্ভট ইলেকশনের বোঝা নিয়ে খুব বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয় সেটা তিনি জানেন। তিনি কি পরবর্তী ইলেকশনে বি.এন,পি কে নির্বাচনের জন্য রাজী করাতে পারবেন?

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার মানুষ চায়। তার সাথে চায় আওয়ামী মন্ত্রী-এমপি যারা এই ক'বছর শতগুণ হাজার গুন সম্পদ আহরণ করেছেন তাদের বিচার। শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, রানা প্লাজা, বেসিক ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির হোতাদের বিচার। যারা দেশে বর্তমানে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাদের বিচার।

আর আমার ব্যক্তিগত একটি অনুরোধ, যার কথা বলতে এই পরবাসে নিজেকে নিয়ে গর্ব হয়, সেই মানুষটির সাথে একটু সম্মান দিয়ে কথা বলতে আপনার মন্ত্রী মিনিস্টারদের অনুরোধ করুন। নোবেল প্রাইজ একটা ছেলের হাতের মোয়া নয়। প্রফেসার ইউনুসের কিছুই যাবে আসবেনা, তবে ইতিহাস আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

আর যে কাজটি করার অনুরোধ বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের, সেটা হচ্ছে হরতাল মুক্ত বাংলাদেশ।

জীবনের শেষ সম্বল বিক্রি করে কেনা রিক্সা অথবা টেম্পোটি যখন চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তখন ঐ পরিবারটির জীবনে কী কঠিন সময় নেমে আসে কাইন্ডলি একটু অনুভব করার চেষ্টা করুন।

দিন আনে দিন খায় যারা, তাদের জন্য দিনের পর দিন এই হরতাল খুবই দুর্দশার মধ্যে ফেলেছে। শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া কী জানেন গত তিন মাসে বাংলাদেশের কত লক্ষ মানুষের বাড়িতে রান্নার হাড়ি বসেনি? এই মানুষগুলো জানেনা তত্বাবধায়ক সরকার মানে কী, এই মানুষগুলো জানেনা সংবিধানের অর্থ কী। এরা শুধু জানে আজ কাজ করলেই আজকের দুপুরে খাওয়া জুটবে।

ashisbablu13@yahoo.com.au